৮ম তারাবীহ

অষ্টম তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের একাদশ পারায় থাকছে সূরা তাওবার অবশিষ্টাংশ, পূর্ণাঙ্গ সূরা ইউনুস ও সূরা হূদের প্রথম পাঁচ আয়াত।

ঘটনাবলি

নবম হিজরীতে সংঘটিত ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা কয়েকজন সাহাবী অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। পরবর্তীতে তাদের তাওবা কবুল করা হয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা সাদাকাহ পেশ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আত্মশুদ্ধির এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ঈমানদারদের জন্য এটা তাওবার সর্বোত্তম উদাহরণ। ৯/১০২-১০৫

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য মসজিদ নামে মদীনায় একটি ঘর নির্মাণ করেছিল মুনাফিকরা। শুধু তাই নয়, ষড়যন্ত্রের এই আস্তানাকে তারা রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে উদ্বোধন করতে চেয়েছিল। মহান আল্লাহ তাদের এই দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দেন এবং ওই ঘরকে 'মসজিদে দ্বিরার' বা ক্ষতিসাধনের মসজিদ আখ্যা দিয়ে আয়াত নাযিল করেন। রাসূল (সা.)-কে উক্ত মসজিদে যেতে নিষেধ করে আল্লাহ জানান—(কুবায় নবীজির নির্মিত) মসজিদ, যা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি সালাত আদায়ের জন্য বেশি উপযুক্ত। ৯/১০৭-১১০

কাব ইবনে মালেক (রা.)-সহ তিনজন সাহাবী তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে অনুতপ্ত হন এবং যুক্তি কিংবা অজুহাতের আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করেন। আল্লাহ তাদেরকেও ক্ষমা করেন। অন্যায় হয়ে গেলে অজুহাত না দেখিয়ে অকপটে ভুল স্বীকার করতে হবে, এটাও এই ঘটনার একটি শিক্ষা। ৯/১১৮

কওমের অগ্রাহ্য এবং অবাধ্যতার পরও নূহ (আ.) ছিলেন আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও ভরসার মূর্তপ্রতীক। আর অবাধ্যতার কারণে মহাপ্লাবন দিয়ে তার কওমকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১০/৭১-৭৩

মূসা ও হারূন (আ.)-এর দাওয়াত অমান্য করেছিল ফিরাউন ও তার অনুসারীরা। শুধু তাই নয়, মূসা (আ.)-এর মুজিযাকে চ্যালেঞ্জ করে জাদুকরদের সমবেত করেছিল ফিরাউন। মহান আল্লাহ জাদুকরদের পরাজিত করে সত্যকে উদ্ভাসিত করেন। ১০/৭৫-৯২

CamScanner

ইউনুস (আ.)-এর কওম তাদের নবীর প্রতি ঈমান না এনে অবাধ্য হয়েছিল। এরপর আসমানি আযাব আঁচ করে তারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তাদের ওপর থেকে আযাব তুলে নেন। এটি একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটনা। নতুবা আযাব প্রত্যক্ষ করার পর তাওবা করলে মহান আল্লাহ তা কবুল করেন না।

আল্লাহ চাইলে সবাইকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু সেটা তিনি করেন না। বরং দুনিয়া নামের পরীক্ষাগারে তিনি মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেন এবং দেখতে চান, কারা স্বেচ্ছায় ঈমান আনে। ১০/৯৮, ৯৯

ঈমান-আকীদা

সূরা ইউনুসে আল্লাহর একত্ববাদের যথার্থতা, শিরকের ভয়াবহতার আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (আল্লাহর প্রতিপালকত্ব ও উপাস্যতার একমাত্র অধিকারী বিশ্বাস করা) সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন সে বিষয়ও বিবৃত হয়েছে একাধিক আয়াতে।

আদেশ

- মুনাফিকদের উপেক্ষা করা। ৯/৯৫
- তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকা। ৯/১১৯
- জিহাদ করা এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়া। ৯/১২৩
- মানুষদেরকে (নাফরমানির পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ক করা এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা। ১০/২
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ১০/৩
- ওহীর অনুসরণ করা এবং ধৈর্য ধারণ করা। ১০/১০৯
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করা। ১১/৩

নিষেধ

- সত্য সম্পর্কে অজ্ঞদের অনুসরণ না করা। ১০/৮৯
- (ওহীর বিষয়ে) সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ১০/৯৪
- আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ১০/৯৫
- মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ১০/১০৫
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা। ১০/১০৬

CamScanner

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। ১১/২

হালাল-হারাম

কাফির-মুশরিকদের (যারা শিরক বা কুফরের ওপর মারা গেছে) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েজ নেই। ৯/১১২

সুসংবাদ ও সতর্কতা

ঈমান গ্রহণে অগ্রগামী মুহাজির, আনসার এবং তাদের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। ৯/১০০

সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে আল্লাহ সুসংবাদ দিতে নির্দেশ করেছেন। ৯/১১২; ১০/২

মানুষকে (আল্লাহর নাফরমানির পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ক করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ১০/২

রাসূল (সা.) আল্লাহর তরফ থেকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। ১১/২

আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেন

আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন। ৯/১০৮

দৃষ্টান্ত

বৃষ্টির পানিতে সবুজ উদ্ভিদে ভরে ওঠে ফসলের মাঠ। হয়ে ওঠে নয়নাভিরাম ও সুশোভিত। কিন্তু হঠাৎ আল্লাহর নির্দেশে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক সেটিকে শূন্য মাঠে পরিণত করে। আমাদের পার্থিব জীবনের ভোগের স্থায়িত্বও তেমন। আমরা যখন নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করি, ঠিক তখনই মৃত্যু কিংবা কিয়ামত এসে সবকিছুর প্রলয় ঘটিয়ে শূন্যে পরিণত করে। ১০/২৪

চ্যালেঞ্জ

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহাসত্য কিতাব। এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকলে তাকে কুরআনের মতো সমৃদ্ধ ও অলৌকিক একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ১০/৩৮

সুসংবাদপ্রাপ্ত ঈমানদারের নয়টি গুণ

তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী,

CamScanner

সিজদাকারী, সৎ কাজে আদেশ দানকারী, মন্দ কাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। ৯/১১২

ফজীলত

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি। ৯/১২৯

সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত আয়াতাংশ সাতবার পাঠ করলে সেই দিন ও রাতের সকল দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।[১]

আজকের শিক্ষা

যুগে যুগে অনেক জালিম ও কাফিরকে তাদের হঠকারিতার কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ৯/৩৯, ৭৩

গুনাহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সাদাকা করা যায়। এটা তাবুক যুদ্ধে কতিপয় সাহাবীর জীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা। ৯/১০২-১০৫

---

[১] সুনানু আবী দাউদ, ৫০৮১